বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

আজকের কাগজ

তারিখ 15 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

৭৫

চ. বি. সিনেট অধিবেশন সমাপ্ত ■ ২৩ কোটি টাকার বাজেট পাস

বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বাদশ সিনেটের মুলতবি ও সমাপনী অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, প্রশাসনিক জটিলতা ও নীতিহীনতার অভিযোগ উঠেছে। সিনেটের এ অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্য তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সিনেট সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করার একাধিক কমিটি গঠন করার জোর দাবি জানান।

গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মুলতবি ও সমাপনী অধিবেশন ভিসি ভবনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্যে প্রস্তাবিত ২৩ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে। গত ২৯ জুন সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মাহবুল হক মজুমদার বাজেট পেশ করেন। গতকালের মুলতবি অধিবেশনে ২২ জন সিনেট সদস্য বাজেটের ওপর আলোচনা করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক আলি ইমদাদ খান, অধ্যাপক ফজলে হোসেন, অধ্যাপক ফসিউল আলম, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম, ডঃ মুনির আহমেদ চৌধুরী, হায়াত হোসেন, এসএম ফজলুল হক, মঞ্জুরুল আমিন, এ্যাডভোকেট নুরুল আমিন, আবদুল গফুর, আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, মোখতার আহমেদ, জাফর উল্লাহ প্রমুখ। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, উপাচার্য আর আই চৌধুরী। এ মুলতবি সিনেট অধিবেশনে সিনেট সদস্য ছাড়াও উপ-উপাচার্য এম বদিউল আলম, প্রক্টর আবুল কাসেম, হল প্রভোস্ট ইমাম আলী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ সিনেট সদস্য তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রশাসনিক জটিলতা, পরিবহন ব্যবস্থার ঘাপলা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার চিত্র তুলে ধরেন। পরিবহন খাতে সিনেট সদস্যরা বলেন, বাজেটের অধিকাংশ টাকাই প্রতিবছর কর্মকর্তারা দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাত করছে। প্রতিবছর এ খাতে ব্যয় বেড়ে চলেছে গাণিতিক হারে। অথচ ছাত্র-শিক্ষক ক্যাম্পাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।